প্রশ্ন: নব্যভারতীয় আর্যভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা (NIA) হলো ভারতীয় আর্য ভাষার সর্বশেষ বিবর্তিত রূপ, যা আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত প্রচলিত। বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠি, গুজরাটি,পাঞ্জাবি হলো এই পর্বের প্রধান ভাষা, যা প্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃতের পরবর্তী স্তর হিসেবে প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের মাধ্যমে আজকের এই আধুনিক রূপে বিকশিত হয়েছে।

সময়কাল: ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখন পর্যন্ত।

নিদর্শন: ৯০০ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতীয় আর্যশাখা থেকে উদ্ভূত সমস্ত নবীন ভাষা, যেমন- বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১. পদের শেষের স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়েছে, যেমন- রাম>রাম্।

২. পদের মধ্যে অবস্থিত যুক্তব্যঞ্জন একক বাঞ্জনে পরিণত হয়েছে এবং তার আগের হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে; যেমন- হস্ত >হত্থ>হাত, নৃত্য> নচ্চ > নাচ।

৩. পদমধ্যের দ্বিস্বরধ্বনির শেষেরটি 'অ' কিম্বা 'আ' থাকলে তার বিলোপ ঘটেছে; যেমন-মৃত্তিকা > মাটিআ> মাটি।

৪. যুগ্মব্যঞ্জনের পূর্বেকার নাসিক্যবর্ণগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে লুপ্ত হয়েছে এবং আগের স্বরধ্বনি আনুনাসিক হয়েছে। যেমন-চন্দ্র>চন্দ > চাঁদ, কন্টক>কন্টঅ > কাঁটা।

৫. দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন কোন কোন উপভাষায় লুপ্ত হয়েছে এবং ব্যঞ্জনের উদ্বৃত্ত স্বরটিও লুপ্ত হয়েছে; যেমন-ঘৃত > ঘিঅ> ঘী ('অ' লুপ্ত হয়েছে)।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১. নব্যভারতীয় আর্যভাষায় কারক দুটি-কর্তৃকারক ও গৌণকারক।

২. বাক্যের ভিতরের বিভিন্ন পদের স্বতন্ত্র বিভক্তি চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় কর্তা ও কর্মকে পদ দিয়ে বোঝা যায় না, বাক্যের অর্থ দিয়ে বুঝতে হবে।

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সুনির্দিষ্ট কারক বিভক্তির স্থলে অনুসর্গ এবং অনুসর্গ থেকে সৃষ্ট নতুন কারক বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-এ, তে, যে, র, এর ইত্যাদি বিভক্তি, হতে, চেয়ে, থেকে ইত্যাদি অনুসর্গ নানান কারক-বিভক্তির স্থানে প্রয়োগ হয়েছে।

৪. দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে, একবচন ও বহুবচন আছে।

৫. বহুত্ববাচক শব্দের সাহায্যে একবচনকে বহুবচনে পরিণত করা হয়েছে; যেমন-ছাত্র-ছাত্ররা, পাতা-পাতাগুলি, ছেলে-ছেলেরা। তবে হিন্দী, সিন্ধি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় একবচন ও বহুবচনের ভিন্ন রূপ দেখা যায়।

৬. বিভিন্ন ধাতুর যোগে যৌগিক কালের রূপ গঠিত হয়েছে। যেমন-চল ইয়া + আছ + এ = চলিয়াছে (এখানে চল্ ও আছ ধাতুর যোগে 'চলিয়াছে' যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়েছে।)

৭. সাধারণত কর্তার পর কর্ম এবং কর্মর পর ক্রিয়াপদ বসানো হয়। যেমন-রাম গান গায়।

৮. নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় অজস্র বিদেশী শব্দ গৃহীত হয়েছে। যেমন-চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদি।

ছন্দরীতিগত বৈশিষ্ট্য:

এখানে ছন্দরীতি হল মাত্রামূলক এবং সমমাত্রিক। বাংলায় অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার হয়। এই সময় অমিত্রাক্ষর, সনেট, মুক্তক, গদ্যছন্দ প্রভৃতি ছন্দ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।